যায়যায়দিন

তারিখ 10 FEB 2013 ……
পৃষ্ঠা …… কলাম ……

যায়যায়দিন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রো

ইবিতে প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করল ছাত্রলীগ

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বহিরাগত ও সাবেক কমিটির ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলনের নামে ছাত্রলীগের সমাবেশে শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও শিবির।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার বেলা ১১টা থেকে কাদের মোল্লাসহ সব যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবিতে সমাবেশ করে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান কমিটি এবং জাসদ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে বেলা সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা হালিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুর নেতৃত্বে হলের নেতাকর্মীরা ওই সমাবেশে যোগ দেয়। এ সময় তারা প্রধান ফটক অবরোধ করে রাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টার গাড়ি বের হতে পারেনি।

এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে দুপুর ১টার দিকে চেতনায় বাংলাদেশের ব্যানারে মিছিল বের করে শিবির। এতে ক্যাম্পাসসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ এবং টিএসসির সামনে শিবির অবস্থান নেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রক্টর অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন প্রধান ফটকে যান।

এ সময় তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছাত্রলীগের সাবেক কমিটির সদস্য জাপান, সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন, সাজন, জাসদ ছাত্রলীগের পটলাসহ কয়েকজন তাকে ধাওয়া করে। এতে প্রক্টর আত্মরক্ষার্থে দৌড় দিতে গিয়ে পড়ে গেলে তাকে কিল, ঘুষি মারে ওই নেতাকর্মীরা। পরে ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ প্রক্টরকে উদ্ধার করে প্রশাসনিক ভবনে রেখে আসে।

আন্দোলনের নামে প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করায় বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগ ক্ষিপ্ত হলে তারা দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর কিছু পরে বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগ প্রধান ফটক থেকে সরে এসে ছাত্রলীগের দলীয় টেন্ট দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা হালিম জানান, তারা যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে সর্বাত্মক আন্দোলন করবেন, কিন্তু শিক্ষক মারা রাজনীতির মধ্যে নেই।

এরপর বেলা ২টায় ছাত্রলীগ নেতা গাফফার, জাপান, লিটন, রনি জাসদ ছাত্রলীগের পটলাসহ কয়েকজন উপাচার্যের অফিসে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য প্রক্টরের কাছে ক্ষমা চায়। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে বেলা আড়াইটায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম সরকার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবির আন্দোলন বর্তমানে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। শাহবাগের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ। এখানেও তারা শহীদ মিনার অথবা স্মৃতিসৌধে আন্দোলন করতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি অবরোধ করে আন্দোলন করলে তো সেটা স্বাভাবিক আন্দোলন নয়।

প্রক্টর লাঞ্ছনার ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে তো আমি নিয়োগ দিয়েছি, তাকে লাঞ্ছিত করা মানে আমাকে করা। এ ব্যাপারে পরে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।